ISSN : 0975-8550

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক গবেষণা পত্রিকা

একচত্বারিংশ বর্ষ ।। পৌষ ১৪২১ ।। নবম সংখ্যা

সূচীপত্র

সুবর্ণরেখা তীরবর্তী বাঘমুণ্ডিএলাকায় নতুম জৈন পুরাকীর্তির সন্ধান ২৯৩
অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রমণ-ভগবান্ মহাবীরের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী ও একাংশে প্রধান-শিষ্য বা গণধরদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং শ্রমণ ভগবানের নিকট শিষ্যত্ব-গ্রহণের কাহিনী ৩১৬
শ্রী চিত্তরঞ্জন পাল

সম্পাদক
শ্রী সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদক
শ্রী অনুপম যশ

।। সম্পাদক মণ্ডলী ।।

1. Dr. Satyaranjan Banerjee
2. Dr. Sagarmal Jain
3. Dr. Lata Bothra
4. Dr. Jitendra B. Shah
5. Dr. Anupam Jash
6. Dr. Abhijit Bhattacharyya
7. Dr. Peter Flugel
8. Dr. Rajiv Dugar
9. Smt. Jasmine Dudhoria
10 Smt. Pushpa Boyd

ISSN : 0975-8550

।। নিয়মাবলী ।।

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ২০.০০ টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ২০০.০০। আজীবন সদস্য ২০০০.০০ টাকা।
- শ্রমণ সংস্কৃতিমূলক এবং জৈন ধর্ম, দর্শন, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা:

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার ষ্ট্রীট্
কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন : ২২৬৮ ২৬৫৫,
jainbhawan@rediffmail.com

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট্
কোলকাতা - ৭০০ ০০৪

জৈন ভবনের পক্ষে শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক পি ২৫ কলাকার ষ্ট্রীট্, কলকাতা -৭০০ ০০৭ থেকে প্রকাশিত এবং জৈন ভবনে গ্রন্থনীকৃত ও অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ৮১ সিমলা ষ্ট্রীট্, কোলকাতা - ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

শ্রমণ

একচত্বারিংশ বর্ষ ।। পৌষ ১৪২১ ।। নবম সংখ্যা

সুবর্ণরেখা তীরবর্তী বাঘমুণ্ডিএলাকায় জৈন পুরাকীর্তির সন্ধান

অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

সুবর্ণরেখা তীরবর্তী বাঘমুণ্ডি ব্লক (২৩°১২ উ: ও ৮৬° ০৩ পূর্ব অক্রাংশ এবং ২৩°২০ উ: ও ৮৬° ০৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) ৪৪৫.০৫ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। ছোট নাগপুর মালভূমি উপত্যকার নিম্নস্তরের অংশে এটি। এই ভূখণ্ড অযোধ্যা পাহাড়ের অবস্থান। পাহাড়ের ওপর অযোধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামগুলি রয়েছে। সারা ব্লকে অটিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ১৪৬টি গ্রাম রয়েছে। পঞ্চায়েত গুলি হল--অযোধ্যা, বাঘমুণ্ডি, বীরগ্রাম, বুড়দা-কালিমাটি, মাঠা, সেরেঙডিহি, সিন্দরি ও সুইসা-তুনতুড়ি। ২০০১ সালের জন গণনা অনুসারে এখানে মেটি জনসংখ্যা ১.১২.৩৮৮। ব্লকে আদিবাসীর সংখ্যা ২৮,২৭২ জন, অর্থাৎ মোট জন সংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ। আমরা ব্যক্তিগত আগ্রহে চারবার বাঘমুণ্ডি ব্লক জুড়ে প্রশ্ন অনুসন্ধান চালিয়েছি। বেশ কিছু *নতুন প্রত্নস্থলও **জৈন মূর্তির সন্ধান আমরা পেয়েছি। এখানে তার অংশ বিশেষ আলোচিত হল।***

।।১।।

সুবর্ণরেখার তীরেই সুইসা-তুন্তুড়ি অঞ্চল। তুনতুড়ি ও সুইসা দুটি গ্রাম-ই সমৃদ্ধ এবং মিশ্র জাতির বসবাস কিন্তু অঞ্চলটি আদিবাসী অধ্যুষিত। মুণ্ডা, সাঁওতাল, কোড়া, ছাড়াও বিলুপ্তপ্রায় কিছু আদি বাসী গোষ্ঠী রেয়েছে। ছোট নাগপুরের লোহা গলানো পেশায় যুক্ত আদিম মুণ্ডা অথবা অসুরগোষ্ঠী উদ্‌ভূত একটি প্রাচীন লোহার জাতির বাস রয়েছে রাইডি, তিরুলডি, তিলকডি, কাররু, গাগি, ইত্যাদি গ্রামগুলিতে। সুইসাগ্রামে প্রাচীন মণ্ডা জাতির অস্থি-সমাধিস্থল রয়েছে। সুইসায় নরক সংক্রান্তিতে টুসুপ হয়। তুনতুড়ি (J. L. No-10) গ্রামে একটি অতিপ্রাচীন শিবলিঙ্গের তুন্তুড়ি গ্রাম থেকে দূরে এক

জঙ্গলঘেরা মাঠে আমরা একটি প্রত্নস্থলের সন্ধান পাই। গ্রামবাসী জানান, এ স্থানটি ছোগাপিড়ির অন্তর্গত। শাবল, গাঁছতি নিয়ে খোড়াখুড়ি করতেই একটি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি বেরিয়ে আসে। সেটি ঋষভনাথের মূর্তি। আয়তন ৩২x১৫", সবুজাভ ক্লোরাইট পাথরের তৈরি। নরোত্তম কুইরি (২২) জানান, বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে শুনেছি এই ধানক্ষেতটি নাককাটি ঠাকুরের জায়গা। তাই এখান টাতে কেউ হাল দেয় না। ধরু কুইরি (৫০) জানান, ছোগাপিরি পাশাপাশি এলাকায় এখান থেকে আরও কিছু পাথরের মূর্তি স্থানান্তরিত হয়েছে। তুন্তুড়ি গ্রামে একটি শতবর্ষ প্রাচীন শিব মন্দিরের ওপর কিছু পোড়ামাটির পুতুল গাঁথা রয়েছে। গ্রামবাসীর মতে সেগুলিও অনেক দিনের। এগুলি বাংলার লোকশিলাকলার অপূর্ব উদাহরণ মনে হয়েছে।

তুনতুড়ি থেকে কিছুটা দূরে সুবর্ণরেখা তীরবর্তী প্রত্নস্থল হল দেউলি (J. L. No. ১৯)। এই প্রত্নস্থলটি প্রথম আবিষ্কার করেন বেগলার সাহের। তিনি তখনও এখানে একগুচ্ছ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন। এখন রয়েছে একটি। তাও সেটি ধ্বংস প্রায়। তবে এখনও পাঁচটি বৃহৎ মন্দিরের স্পষ্ট চিহ্ন চোখে পড়ে। মন্দিরটিতে ইর্গুনাথ নামক একটি জৈন তীর্থংকর মূর্তি রয়েছে। সেই মূর্তিটি বর্তমানে লোকদেবতা 'এড়গুনাথ'-এ রুপান্তরিত। তাঁর লিঙ্গ-স্নাতজল বন্ধ্যা রমনীরা সন্তান কামনায় পান করেন। এই মূর্তিটির অনুরূপ একটি ভগ্নমূর্তি জোড়াপুকুর থেকে পাওয়া গেছে বলে সুইসা কলেজের এক ছাত্র জানানেন। মূর্তিটি দেখে আমাদের মনে হয়েছে এটি তীর্থংকর মহাবীর, তবে লাঞ্ছনচিহ্নটি ভগ্ন হওয়ায় স্থির সিদ্ধান্ত করা যায়না। সদ্য মাটির স্থলে একটি আমলকও বেরিয়েছে।

বেগলার যা দেখেছিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন; যথা--
"... Deali, so named from a group of temples still standing under a superb karan tree. The temples appear to have been Jain, as in the sanctum of the largest still exists, in situ, a fine Jain figure, now Known Aruanath, ..."

(১) পরবর্তী পরিচ্ছেদ আমরা বেগলারের আবিষ্কার উল্লেখ করেছি। এখানে পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন। বুড়দা (J. L. No. ৬৬) গ্রাম কালিমাটি--

বুড়দা অঞ্চলের অন্তর্গত। বুড়দা গ্রামে আমরা একটি নতুন জনপদ খুঁজে দেয়েছি 'বুড়দা' ও 'বুড়ডি' নামে ঝারখণ্ড ও পুরুলিয়ায় অনেক জনপদ রয়েছে। শব্দটি অনার্য। রাঁচির কাছে বুড়ডি নামে একটি অনুচ্চ পাহাড়ও রয়েছে। বুড়দা গ্রামটি সুবর্ণরেখার পূর্বে এবং সুইসার নিকটে অবস্থিত। অযোধ্যা পর্বত এলাকার পশ্চিমে কালিমাটি-বুড়দার জঙ্গল দলমারেঞ্জের সঙ্গে যুক্ত। তাই এখানকার জঙ্গলে এখনও ময়ূরের সঙ্গে হাতিরপাল চোখেপড়ে। ঝালদা থেকে সুইসা যাবার পিচ রাস্তা-র মাঝেই হাতি আনগোনা নিত্য দেখা যায়। বুড়দা গ্রামে ঢুকেই হাই স্কুল পেরিয়ে কয়েকটি প্রাচীন গাছও পাথরের ঢিবি চোখে পড়ে। এখানে কয়েকটি জৈন মন্দির ছিল। গ্রাম বৃদ্ধদের সাক্ষাৎ কার থেকে জানা যায়, প্রায় একশ বছর আগে ও এখানে দশভূজা সিংহবাহিনি পুজার একটি মূর্তি ছিল। পরে সেটি অপহৃত হয়। একটি তীর্থংকরের মূর্তি ঝালদা রাজবাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। পরে রাজারা সেটি রাজ্য প্রত্ন তত্ত্ব বিভাগকে দান করেন। সেটি ঋষভনাথের মূর্তি। এখন বুড়দার নাককাটিখানে একটি জৈন মূর্তি পূজিত হচ্ছেন নাক-কাটি দেবী রূপে। মূর্তিটির আয়তন প্রায় ৪৮"x৩০", পাথরের প্রকৃতি সবুজাভ ক্লোরাইট নির্মাণ কাল আনুমানিক দশম দ্বাদশ শতক। মূর্তিটির নিম্নাংশে পূজারী এমনভাবে বস্ত্রাবৃত করেছেন যাতে চিনতে অসুবিধে হয় এটি দেব না দেবী! মূর্তিটির নাক-চোখ সম্পূর্ণ ক্ষয়ে গেছে। মূর্তি হাত ভগ্ন, বাহু পর্যন্ত অবশিষ্ট। ওপরের দুটি হাতে আছে পদ্ম ও সঙ্খ। দু পায়ের পাশে আরও দুটি মাঝারি সাইজের মূর্তি। নীচে আম্রকলম ও বেদীপীঠে ফুটন্ত পদ্ম। দেহের দু পাশে ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি খোদিত। পাথরে ওপরে উড়ন্ত দুই বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরী। পদ্মফুলে স্থানক এই মূর্তিটি চতুভুজ বাসুদেবের বলে মনে হয়। পুরুলিয়ার শাঁকা গ্রামে এরকম একটি প্রতিমা বর্তমান। বুড়দা গ্রামের এক জনহীন মৌজায় ধানক্ষেতের মধ্যে একটি বীরস্তম্ভ পড়ে রয়েছে। উচ্চতা আনুমানিক ৩ ফুট। এতে একটি যোদ্ধামূর্তি খোদিত রয়েছে।[২]

একড়া (J. L. No. ১১২) গ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। সম্প্রতি আমরা এর সন্ধান পেয়েছি। এখানে একটি বিরল দর্শনের সূর্যমূর্তি অবহেলায়ে পড়ে রয়েছে। 'এবং এই সময়' পত্রিকাতে আমরা এই মূর্তিটি ও প্রত্নস্থলটির

কথা প্রথম তুলে ধরেছি।[৩] একড়ার অবস্থান সুইসার পূর্বে। একড়া নামটি অস্ট্রিক শব্দ হলেও, এর সঙ্গে জৈনধর্মের যোগ অনুমান করি। বাঁকুড়া-পুরুল্যায় যতগুলি একড়া নামের গ্রাম আছে, সেখানেই প্রাচীন পুরাস্থল পাওয়া যাচ্ছে, একড়া গ্রামে একটি বৃহদাকার সূর্যমূর্তি ভগ্নাবস্থায় গ্রামের পৃথক দু জায়গায় পড়ে আছে। এক স্থানে মূর্তির ভগ্নাংশে, অন্যত্র সূর্যমন্দিরের চূড়া সহ কিছু অংশ। সম্ভবত, এটি জোড়া সূর্যের মূর্তি। দু পাশে দণ্ডীও পিঙ্গল মূর্তি ও কিরীট মুকুটধারী সূর্যের ঊধ্বাংশ বর্তমান। উল্লেখ্য যে, বরাবাজারের বানজোড়া পঞ্চায়েতের রানিপুকুর গ্রামে একটি অনিন্দ্য কান্তি সূর্য প্রতিমা ও মন্দিরও আমরা খুঁজে পেয়েছি এবং আলোচনা করেছি। দুল্মি, দল্মি, বরাবাজার, দেউলি, আত্না, সিল্লি, বুণ্ডু, সোনাহাতু, পাতকুম--এই ৯টি স্থানের বিভিন্ন জায়গা থেকে সূর্য মূর্তি উদ্ধার হয়েছে এবং উধাও হয়েছে। শরৎচন্দ্র রায় কয়েকটি পাটনা মিউজিয়মে জমা দিয়েছিলেন। আমাদের অনুমান সুইসা গ্রামে সূর্য মূর্তি ছিল। অনুমানের কারণ হল, সুইসা গ্রামে মুণ্ডারা একটি মূর্তির টুকরো অংশকে 'বুঢ়া বাউড়' (বৃদ্ধ রাঢ়) নামে পূজা করে। যেমন, মল্লভূম বিষ্ণুপুরের রাজাদের একটি ধর্মাঠাকুর রয়েছেন শাঁখারিবাজার মহল্লায়। তাঁর নাম বৃদ্ধাক্ষ বা বুড়াধর্ম। সুইসার বুঢ়া রাউড় আস্ট্রক গোষ্ঠীর মুণ্ডাদের সূর্যদেবতা ছাড়া আর কেউ নন।

ছোগাপিড়ি (J. L. No. ১০৫) থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণে চাইলে দেখা যাবে ঊর্বর এক সমতল এলাকা বেশ কয়েকটি মৌজা ধরে প্রসারিত। এবং এই ভূমিরূপ সুবর্ণরেখা অতিক্রম করে ওপারে ঝাড় খণ্ডের সোনাহাতু ছাড়িয়ে প্রসারিত।[৪] ছোগাপিড়ির পর গাগি, রাঙা মাটি, মুকুরুব ও দক্ষিনে শালডাবর (SALDABAR) গ্রাম, তারপর সুবর্ণরেখা। রাঙামাটি (J. L. No. ০১) ও মুকুরুব (J. L. No. ০২)গ্রাম দুটি আদিবাসী অধ্যুষিত। দুটি গ্রামের প্রবীণ মুণ্ডারা জানিয়েছেন, আমরা বাপ-ঠাকুরদার কাছে শুনেছি আমাদের এই এলাকা 'রক্তমৃত্তিকা' নামে পরিচিত ছিল।[৫] গাগি (J. L. No. ০৬) গ্রামে জৈনযুগে আদিবাসীদের পূজিত বলে মনে হয়। শালডাবর (J. L. No. ০৭) গ্রামে প্রচুর জৈন মূর্তিও মন্দির ছিল বলে জানা গেছে।[৬] বর্তমান সব লোপাট, চিহ্ন খুঁজে পাওয়া কঠিন। শুধু একটি জৈন তীর্থঙ্করের ক্ষয়িত মূর্তি নদী যাবার পথে আমরা পড়ে থাকতে দেখেছি।[৭] মূর্তিটি অন্তত দশম

শতাব্দীর। আয়তন (মোটামুটি) ৩৮x২০, পাথরের প্রকৃতি হালকা ধূসর ক্লোরাইট জাতীয়।

রাঙামাটি থেকে সুইসা পর্যন্ত যে এলাকা নদীর বাম তীরবর্তী ঠিক তার বিপরীতে পশ্চিমে ঝাড়খণ্ডের সোনাহাতু ব্লেক অবস্থিত। এই ব্লকের নদী তীরবর্তী বাংলা সংলগ্ন প্রত্নস্থল গুনি হল দুল্‌মি, মহুলডি, মানকিডি, বুড়ডি ইত্যাদি। বাকি সুইসা থেকে আৎনা পর্যন্ত এলাকার বিপরীতে ঝাড়খণ্ডের প্রত্ন স্থলগুলি হল জারগোডি, শর, তিরুলডি ইত্যাদি। এগুলি কুকড়োসাব-ব্লকে অবস্থিত। সোনাহাতু ব্লক রাঁচি জেলা, কুকড়ো সরাইকেলা-খবশনার জেলায় অধীন। এই বিশাল এলাকাজুড়ে সুবর্ণরেখার দুই তীরে এখনও যে প্রত্নস্থলগুলি রয়েছে, সেখানে শিবলিঙ্গেরও জৈন মূর্তি শুধু চোখে পড়ে। একটাও বুদ্ধ বা বৌদ্ধমূর্তি আমাদের চোখে পড়েনি।

হারুপ (J. L. No. ১৩) গ্রামে হস্তিবাহিনি চতুর্ভুজা এক দেবী মূর্তি রয়েছেন। অপূর্ব তাঁর সৌন্দর্য। স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় সচিত্র এই মূর্তিটির কথা আলোচিত হয়েছে। অপূর্ব তাঁর সৌন্দর্য। স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় সচিত্র এই মূর্তিটির কথা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানে হারুপে কোনও প্রত্নস্থল বা ধ্বংশাবশেষ পাইনি। গ্রাম বাসীর বক্তব্য, মূর্তিটি এখানকার নয় দেউলির। গোরুর গাড়ি করে পাতা ব্যবসায়ীরা এখানে নিয়ে এসেছেন।[৭]

।।২।।

সুবর্ণরেখা তীরবর্তী বায়মুণ্ডিতে পূর্বপ্রাপ্ত মূর্তিও মন্দির গুলি এপ্রসঙ্গে আলোচ্য। প্রথম সন্ধান দিয়েছিলেন বেগলার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল হল দেউলি। হিন্দুস্থাপত্যশৈলীতে ব্রাহ্মন্যদেবদেবীর অনেকগুলি মূর্তি তিনি এখানে দেখেছিলেন। একটি মন্দির তখনও তিনি অক্ষত দেখেছিলেন-- "The temple was once a very fine and large one, and had four subordinate temples near the four corners, of which two still exist. The main temple is too far buried in,--"[৪] যে মূর্তিটি এখানে এখনও অবশিষ্ট রয়েছে বেগলার তাকে বলেছেন 'Aruanath' (অরুয়ানাথ)। এখানে দুটি বড় পুকুরও তিনি দেখেছিলেন। সেগুলি জোড়-পুকুর নামে

পরিচিত। এই পুকুর গুলির কাছে একটি ঐরাবত সহ মূর্তি তিনি দেখেছিলেন। তিনি অনুমান করেছিলেন এটি দেবরাজ ইন্দ্রের মূর্তি। এই মূর্তিটিই সম্ভবত হারুপের বর্তমান হস্তিবাহিনি। করম গাছের নীচে আমলক সহ মন্দিরের প্রচুর ভগ্ন অংশ তখন ও ছিল। সেগুলি গাড়িভর্তি করে পরে যে পেরেছে নিয়ে গেছে। দেউলির দক্ষিণপূর্বে একটিগ্রামে বেগলার আরও দুটি মূর্তি সহ প্রত্ন স্থল দেখেছিলেন-- " To south-east of this village at Atma are said to be two pieces of sculpture are of lion." দেউলিও তার আশপাশ এলাকা তখন ঘন জঙ্গলে আবৃত ছিল।

দ্বিতীয় গুরুত্ব পূর্ণ প্রত্নস্থল হন সুইসাগ্রাম। বেগলার এখানে একটি বটগাছের নীচে প্রচুর জৈন মূর্তি এবং জঙ্গলাবৃত জায়গায় একটি ভূমিজ সমাধি স্থল দেখেছিলেন। একে স্থানীয় মানুষ 'হাড়শালী' বলে। ভূমিজদের সমাধিস্থলে অসংখ্য স্তম্ভের মতো (Pillar) পাথর দেখেছিলেন-- "This cemetery is full of tombs consisting of rude slabs of stone raised from 1to 4 feet above the ground on four rude, longish blocks of stone, which serve for pillars;[৯] মূর্তিও স্থাপত্য গুলিকে বেগলার বলেছেন হিন্দুও জৈন। এর মধ্যে প্রধান মূর্তি গুলিকে তিনি উল্লেখ করেছেন। এখন মূর্তিগুলি সুইসাগ্রামে একটি অধুনা নির্মিত কক্ষে রক্ষিত হচ্ছে। বেগলার জৈনমূর্তি গুলি চিনতে পারেন নি। স্থানীয় মানুষের কথা থেকে চিহ্নিত করেছেন। যেমন পার্শ্বনাথের মূর্তিটি তিনি বলেছেন মনসা, অম্বিকা মূর্তিটিকে বলেছেন মায়া দেবী ইত্যাদি। তবে সুইসা গ্রামে হঁদ পরব হত বলে বেগলার উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে যে মূর্তি ও প্রত্ন সামগ্রী গুলি রয়েছে তাহল--

১. অম্বিকা মূর্তি। উচ্চতা ৩ ফিট ৬ ইঞ্চ

২. ভগ্ন অম্বিকা মূর্তি। ৩. চতুর্ভুজ বিষ্ণু। ৪. ঋষভনাথ ৫. পার্শ্বনাথ

৬. মহাবীর, ৭. চৈত্যদেউল, ৮. মল্লিনাথ, ৯. আদিনাথ, ১০. শীতলনাথ

১১. আমলক, ১২. কলস, ১৩. খিলান ইত্যাদি। ১৯৫৭ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই সংগ্রহ শালাট নির্মাণ করেন। কিন্তু বর্তমানে মূর্তিগুলি যথেষ্ট অরক্ষিত ও অযত্ন অবস্থায় রয়েছে।১০

বীরগ্রাম (J. L. No. ৫৯) বাঘমুণ্ডি থানার একটি জৈন প্রত্নস্থল। এর উল্লেখ বেগলার রিপোর্টে নেই। পরবর্তীকালে এটি আবিষ্কৃত রয়েছে। এখানে বেশ কয়েকটি জৈন মন্দিরের চিহ্ন বর্তমান। একটির ভিত্তিস্তরের শৈলীর সঙ্গে বাঁকুড়ার ময়না পুরের হাকন্দ মন্দিরটির মিল রয়েছে। পতিত দরজার খিলানের সঙ্গে ক্রোশ জ্যুড়িড় মিল রয়েছে। বর্তমানে যে মন্দিরটি রয়েছে সেখানে আদিবাসী মুণ্ডারা পূজা দেন। এখানে টুসু পরবের পরে মেলা বসে।

কাড়রু (J. L. No. ৫১) গ্রাম বীরগ্রামের পার্শ্ববর্তী। এখানে কিছু 'থুমপাথর'ও একটি গৌরী পট্ট বিহীন প্রাচীন শিবলিঙ্গ রয়েছে। জৈন মন্দিরের পাথরগুলি গ্রামবাসী নিজেদের প্রয়োজনে নিয়ে গেছেন।[১১] সেরেঙডিহি (J. L. No. ২৬) গ্রামের রাস্তার পাশে এক জনহীন মৌজায় করমগাছের নীচে একটি জৈন তীর্থঙ্করের ভগ্ন মূর্তি 'জাহেরবুড়ি' নামে পূজিত হচ্ছেন।[১২] এই সেরেংডিহি অঞ্চলের একটি অতিপ্রাচীন গ্রাম হল শশকহাস (J. L. No. ২৪) বা শশ। 'মান্‌কি' উপাধি প্রাপ্ত মুড়া বা সিংমুড়া পদবির জমিদার বংশের বসবাস ছিল এখানে। এখনও বংশধররা আছেন। আশ্চর্য জনক ভাবে শশাঙ্ক রাজার নামের সঙ্গে গ্রামের নামের মিল রয়েছে। শশকহাস গ্রামের পাস দিয়ে বয়ে গেছে কাড়রু নদী। এটি সুবর্ণরেখার মিলিত হয়েছে। নদীটি মাচকেন্দার কাছাকাছি একটি কলাবাগান থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সুবর্ণরেখা তীরবর্তী বাঘমুণ্ডি এলাকায় প্রাপ্ত জৈন প্রত্নস্থলগুলির ইতিহাস সন্ধান করা যেতে পারে। প্রথমেই সুবর্ণরেখার পরিচয় স্মর্তব্য।

সুবর্ণরেখার উৎপত্তি ঝাড়খণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম রাঁচি মালভূমির ৬০০ মিটার উচ্চতায় নাগরা গ্রামের কাছে। সেখান থেকে একে-বেঁকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে পুরুলিয়ার ঢুকেছে ঝালদা থানার গরিয়ার কাছে। তারপর সোজা দক্ষিণ পথ ধরেই বাঘমুণ্ডি থানার সীমানা অতিক্রম করে আতনার কাছে ঢুকেছে সিংভূম বা ঝাড় খণ্ড। তারপর দক্ষিণ পূর্ব বাহিনি হয়ে মোদিনীপুর জেলার ওপর দিয়ে উড়িষ্যা অতিক্রম করে গঙ্গাও মহানদীর বদ্বীপ মধ্যবর্তী স্থানে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। প্রবাহ পথের মোট দৈর্ঘ্য ৩৯৫ কিমি। এর ৭১% ঝাড়খণ্ড, ১৮% পশ্চিমবঙ্গেও ১১% ওড়িশার সীমানা ভুক্ত। মোট জন নিকাশি এলাকা হল ৯৯৩০০ বর্গ কি.মি.। মানভূম বিবরণীতে কূপল্যাণ্ড

লিখেছেন, "West of the Bagmundi range and South of Dalma the only river of importance is the subar narekha for 35 miles it follows a tertuous course along the district border from Bhojpura, some 10 miles North-West of Jhalda"[১৩] পাতকুম ও বাঘমুণ্ডি পরগনার মধ্যে দিয়ে নদীটি দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়েছে। আতনা স্টেশনের কাছে বাঘমুণ্ডিও পশ্চিমবঙ্গের সামান্য ছেড়ে ঝাড়খণ্ডে ঢুকেছে। করকরি নামে একটি নদী রাঁচি জেলায় জন্ম নিয়ে ইচাগড়ের কয়েক মাইল আসে সুবর্ণরেখার সঙ্গে মিশেছে। আরও কয়েকটি শাখা ও উপনদী এর সঙ্গে মিলেছে। যেমন, মাঠা রেঞ্জ থেকে শঙ্খনদী বেরিয়ে চাণ্ডিলের কাছে সুবর্ণরেখার মিশেছে। কাররু, কুলবেড়া ও শোভা-- এই তিনটি জোড় বা নালা অযোধ্যা পাহাড় ঘেঁসা বাঘমুণ্ডি এলাকা থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ ঢাল বেয়ে সুবর্ণ রেখায় পড়েছে। ওলাডি থেকে বেরিয়ে গুরুড়ির কাছে সুবর্ণরেখায় নিয়েছে সাদুলিনদী। ছাতা ঢাঁড় থেকে রূপাই বেরিয়ে জারগোর পাশ দিয়ে বয়ে গিয়ে সুবর্ণরেখার মিশেছে। বাম দিক থেকে ঝালদার নতুনডি থেকে বেরিয়ে সালদা নালা সুবর্ণরেখায় মিশেছে। সবচেয়ে বড় উপনদী হন শঙ্খ। এটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ কি.মি.। আবার করকরি নদী রাঁচি জেলা থেকে উৎপন্ন হয়ে পাতকুম পরগনার ওপর ২০ মাইল প্রবাহিত হয়েছে। তারপর ইচাগড়ের কয়েক মাইল আগে সুবর্ণরেখার সঙ্গে মিশেছে। বাঘমুণ্ডি ব্লকের অযোধ্যাপাহাড় থেকে কুমরাই বা কুমারী নামে আর একটি নদী উৎপন্ন হয়ে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে। বরাবাজার, মানবাজার থানার ওপর দিয়ে বসে গিয়ে বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুর জলাধারের কাছে কংসাবতী বা কাঁসাই নদীর সঙ্গে মিশিত হয়েছে। যেখানে মিলিত হয়েছে তার নিকটস্থ আম্বিকানগর গ্রামে প্রাচীন জৈন মন্দির-মূর্তি সভ্যতার বহুল চিহ্ন বর্তমান।[১৪]

অযোধ্যা পাহাড় (গড় উচ্চতা ৫০০ মি.) বাঘমুণ্ডি ব্লকের উত্তর-পূর্বাংশজুড়ে বিস্তৃত। অযোধ্যা পাহাড়ের উত্তর-পূর্বে আড়শা ব্লক, উত্তর-পশ্চিমে ঝালদা ১৩২ নং ব্লক বাঘমুণ্ডির পূর্ব ও দলমা পাহাড়ের উত্তর দিকবরাবর কাঁসাই নদী প্রবাহিত। এর উৎপত্তি ঝালদা রজাবড় পাহাড় থেকে। তারপর আড়শা, জয়পুর ইত্যাদি থানার ওপর দিয়ে পূর্ব দিকে

জেলার মধ্যে ৬০ মাইল প্রবাহিত। নদীখাত ১৫-২০ ফুট গভীর। মোট দৈর্ঘ্য ১৭১ মাইল, গড় চওড়া ২৭০০ ফুট। জানা যায়--

"... With its affluents the Tatko and the Nengsai, drains the whole of the northern slope of the dalmarange." [১৫] দেখা যাচ্ছে দলমা রেঞ্জের কাছাকাছি অবস্থিত দুটি প্রধান নদী সুবর্ণরেখা ও কাঁসাই-এর প্রায় মধ্যস্থলে বাঘমুণ্ডি ভূখণ্ড অবস্থিত। ভৌগোলিক ভাবে পুরুলিয়ার এই পশ্চিমাঞ্চলটির সর্বাধিক উচ্চতায় অবস্থান। স্থানীয় আদিবাসীদের বিশ্বাস যে, অযোধ্যা পাহাড় হল কাঁসাই এর জন্মদাতা। এই পাহাড় থেকে কাংসাই গারু নামে একটি জোড়নদী জন্ম নিয়ে রেগুনকোদরের কাছে অন্য একটি জোড়-নালার সঙ্গে মিশে যুক্তধারার নাম হয়েছে কাসাই।[১৬] বাঘমুণ্ডির অবস্থান পুরুলিয়ার অন্যান্য অংশের মতোই শক্ত আর্কিয়ান ভূস্তরের আগ্নেয় শিলার ওপরে--- "The geological formations are the Archean and the Gondwana. The Archean rocks consist of gniess and crystalline schist, the gneiss occupying by far the largest portion of the District."[১৭]

সমুদ্রতল থেকে ছোট নাগপুরের মানভূমির অন্তর্গত এই এলাকার সর্বাধিক উচ্চতা দুহাজার ফুট। অযোধ্যা পাহাড় শ্রেণি সুবর্ণ রেখাও কাঁসাই নদীর মাঝে একটি বিভাজন রেখা তৈরি করেছে। হাজারিবাগ থেকে যে ডুংরিশ্রেণি পর্বতমালার চেহারা নিয়েছে, অযোধ্যায় এসে তা যুক্ত হয়েছে। কিছু ডুংরির সারি অযোধ্যার নিম্ন ভূমি মাঠা পরগনায় শেষ হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম সারি খারসাওয়ান এস্টেট থেকে পাতকুম পরগনাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। পশ্চিম আর একটি অনুচ্চ পাহাড় শ্রেণি অঞ্চলটিকে রাঁচি মালভূমির সঙ্গে যুক্ত করেছে। এর শেষাংশ একটি ডুংরি মালা সুবর্ণ রেখার সবচেয়ে নীচু উপত্যকার দিকে প্রসারিত। এই ডুংরিমালাকে বলা হয় দলমা পাহাড় রেঞ্জ। কূপল্যান্ড লিখেছেন--- "The Dalma trap forms, as it were, the back bone of the hilly region in southern Manbhum and separated this district from that of Singhbhum situated next to the south."18

আবার গণ্ডো/ানা শিলাভূমির বিশেষ একটি স্তর হল ধারওয়ার। মানভূমের দক্ষিণদিকে এর অস্তিত্ব-- "The main out crop of the Dharwars

forms the souther most beet of Manbhum District. . . . The faulted boundary runs just north of the towns of Amibika nagar and Barabhum."[19] ভিনসেন্ট বল, ওল্ডহ্যাম সাহেবরা ভূতাত্বিক সমীক্ষা চালাতে গিয়ে লক্ষ্য করে ছিলেন বাঘমুণ্ডি ও রাঁচি ধারওয়ার বিন্যাসের উচ্ছিন্ন অংশ। ভূগর্ভস্থ গ্রানিট নাইসের ওপর এর অবস্থান। ভুংরিগুলি ধারওয়ার বিন্যাসের স্তর চ্যুতির ভগ্নরূপ। ধার ওয়ার বিন্যাস রাঁচি থেকে বাঁকুড়ার ভেলাইডিহা পর্যন্ত মোটামুটি একশ মাইল প্রসারিত। শুশুনিয়া পাহাড় ধারওয়ার বিন্যাসের প্রায় মধ্যস্তরে। ভূতত্ত্ব বিদ্‌দের মতে-- "The Dharwars consist of quartz-ites. quartzitic, sand stones, states of various kings, shales, horn-blendic. mica. tal cose and chlortic schists, the later Passing into Potstones, and ... interstratified Volcanicash beds."

১. সুবর্ণ রেখার দক্ষিণ তীরবর্তী ঝাড়খণ্ডের দুল্‌মি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল প্রাচীনবরাভূমের পশ্চিম সংলগ্ন এলাকা ছিল। এখন বরাবাজার থেকে পঁচিশমাইল পশ্চিমে দুল্‌মি অবস্থিত। ঝাড়খণ্ডের অংশ হলেও বাঙালি অধ্যুষিত এবং স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত বাঙ্গালি সংস্কৃতি প্রভাবিত ছিল। প্রচুর বাংলাভাষায় লেখা পুঁথি এখান থেকে উদ্ধার হয়েছে।

১৮৭২-৭৬ সালে বেগলার এখানে মাইলের পর মাইল এলাকা জুড়ে একটি নগরী অথবা রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন। সেই নগরী নদীর তীরবর্তী ৮ মাইল জুড়ে ধ্বংসের চিহ্ন নিয়ে বিদ্যমান ছিল। চারপাশে অজস্র পাথরের ও প্রাচীন পোড়া ইঁটের মন্দির, বাড়ি ঘরের ধ্বংসস্তূপ ছিল। নদীর তীর বরাবর দৈর্ঘ্যে বিস্তৃত ছিল বহুদূর, কিন্তু প্রস্থে সম্ভবত মাইল দুয়েকের বেশি চওড়া ছিল না। বেগলার আধ মাইল পর্যন্ত প্রত্ন চিহ্ন খুঁজে পেয়ে ছিলেন। বেগলার বলেছেন--- "The village is known as Dyapur Dulmi, and contains numerous remains."[20]

দুল্মিজুড়ে তখনও এক মৃতনগরীর অনেক চিহ্ন দৃশ্যমানছিল। নদীর পাড় বরাবর ছিল ইঁটের শক্ত দেওয়াল ও পাথরের দুর্গের প্রাকার। নদী ভাঙ্গন আটক করার জন্য সম্ভবত এটি করা হয়ে ছিল। প্রচুর ঢিবিও স্তূপ এখনও রয়েছে। আমাদের নজরে পড়েছে কূপের চিহ্ন ও পোড়ামাটির কুয়োর

পাট (Ring). বেগলার দেখেছিলেন--- "About $^{1}/_{4}$ mile to north by a little east are the walls of a small fort or citadel; a portion of it has been carried away by the river; the walls were of brick, and were probably strengthend with earth behind;" ইঁটের সাইজ তিনি মেপেছিলেন ১৮" x ১০"।

ইঁটের মন্দির ও ছিল তখন কয়েকটা একটি মন্দির তাঁর ধারণায় শিবের ছিল, বাকি গুলি ভগ্ন। তিনি একটি মূর্তি দেখেছিলেন পড়ে থাকতে। সেটি ছিল a female seated on a peaceock'. সম্ভবত ময়ূরবাহনা কোনও জৈন শাসন দেবী। একটি সূর্য মূর্তি সহ অনেক ভাঙ্গা-চোরা মূর্তি তখনও ছিল। ছিল বোড়ামের মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিটির হুবহু একটি দুর্গা মূর্তিও। একটি আয়তকার গনেশ মূর্তি ছিল। বেগলার অনুমান করেছিলেন এগুলি দশম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে তৈরি। এগুলি বৌদ্ধ অথবা জৈন। তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন এখানে আগে বৌদ্ধ অথবা জৈনরা এসেছিল, তারপর হিন্দুদের প্রবেশ করেছিল--- "that that was the religion which was in the ascendant first, having been succeeded by Hinduism." ছাতাপুকুর (Chhata Pokhar) নামে বৃহৎ একটি পুষ্করিণী জৈনরা খনন করেছিলেন। এটি পাথরে বাঁধানো ছিল, স্থানের ঘাট ছিল। লোকশ্রুতি যে, কোনও এক রাজা বিক্রমাদিত্য তেলকূপির (রঘুনাথপুর) ঘাটে তেল মেখে এখানে এসে স্থান করতেন।

বেগলার দেখেছিলেন-- "There are ruins south of the hill on which the temple still existing stands and they extend to a distance of nearly one mile south, so that a length of four miles must, in all probability, be taken as the length of the city, which how ever was not wide." দুলমিজুড়ে এই ধ্বংসস্তূপের পাশাপাশি তাঁর নজরে এসেছিল অসংখ্য ভূমিজ সমাধি বা 'হাড়শালি'। লম্বা পাথর দিয়ে সেগুলি বানানো হয়েছিল।

বেগলারের বর্ণনা, আমাদের ক্ষেত্রানুসন্ধান ও গ্রাম বৃদ্ধদের সাক্ষ্য থেকে দুল্‌মি সম্পর্কে উঠে এসেছে তিনটি তথ্য---

* অন্তত হাজার বছর ধরে সুবর্ণরেখার তীরবর্তী এই এলাকা জুড়ে একটি নগর সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। খ্রিষ্টাব্দ দ্বাদশ শতক পর্যন্ত (আনুমানিক) সেই সভ্যতা বৌদ্ধ, জৈন, শৈব ও হিন্দু ধর্মকে আশ্রয় করেছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের কোনও পাথুরে প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়নি। বেগলার জৈন মূর্তিগুলিকে বৌদ্ধ সন্দেহ করেছিলেন।
* এখানে জৈনদের শুধু মন্দির উপাসনা স্থলনয়, বিহার ছিল। কোনও একব্যাপার রাজধানী বা প্রধানা নগরী ছিল।
* পরবর্তী কালে তা ধ্বংসের পর এখানে মুণ্ডা-ভূমিজ ইত্যাদি অনার্য রাজত্বের সূচনা হয়। এবং কয়েক শত বছর ধরে মূর্তিও মন্দিরের পাথরসহ সমস্ত প্রস্তর সম্পদ স্থানীয় মানুষের প্রয়োজনে লোপাট হয়। কয়েকটি সূর্যমূর্তি পাটনা মিউজিয়মে ও বিদেশের সাহেবরা নিয়ে যান স্থানীয় মানুষদের দ্বারা সংগ্রহ করে। ঘন জঙ্গলে আবৃত এই অঞ্চলে বহিরাগতদের একশ বছর আদেও কেউ আসতে দেখেননি।

২. দক্ষিণ তীরবর্তী ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত ইচাগড় বা পাতকুম হল গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। হরিনাথ ঘোষ (পুরুলিয়াবাসী) এখানে শিলালিপি পেয়েছিলেন--- (ক) শ্রী বল বরাহ/মহা বজ বা (ন)। (গ) গমর রল। সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩২৮/২) বিনয় তোষ ভট্টাচার্য এই পাঠোদ্ধার করেছিলেন। তাঁরা এর সময়কাল নির্ণয় করেছিলেন ৬৬৬-৭০ খ্রি:, শশাঙ্কের লিপির ৫০ বছর পরে।

ভূমিজদের একটি থাক্ হল পাতকুম। পাতকুমও এক সময় ভূমিজদের ছিল। এখনও এখানকার ভূমিজরা দুর্গা পূজা করেন। এদের সমাধি স্থল দেউলিতে--- "There are ruins of one old temple here, but farther west, about ten miles, and a mile from the south banks of the Khar khari river, on which Jchagarh is situated, are numerous remains close to a village name Dewaltand; I did not see the place."[২১] দুল্‌মির প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে ইচাগড়। ইচাগড়ের দশমাইল দূরে করকরি বা ঘড়ঘড়ি নদীর পর দেলটাঁড় জুড়ে বিলীয়মান জৈন সভ্যতার

চিহ্ন বর্তমান। প্রচুর জৈনমূর্তি ও হিন্দুদের দেবীর মন্দির দেল টাঁড়ে ছিল। সেগুলি সবই দশম-দ্বাদশ শতকের। পরে ভূমিজ অথবা ক্ষত্রিয়রা সেখানে রাজা হলে কিছু দেবদেবীর মূর্তি রক্ষা করেন। কিন্তু জৈন মূর্তিগুলি অবহেলায় ধ্বংস হয়ে যায়। আমরা পুরুলিয়ার মুক্তি পত্রিকার (২৭ পৌষ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) রিপোর্ট পড়ে জানতে পারিযে, পাতকুম রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্তি ১৩৩৩ সনে চুরি গিয়েছিল। মূর্তিটি চাণ্ডিলের নিকটবর্তী দুলমিগ্রামে শ্রীযুক্ত সরয়ূ প্রসাদ আদিত্যদেবের দেবমন্দিরে ছিল। 'মুক্তি' লিখেছে-- শোনা যায় কোন্ সময়ের রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়র ঐ মূর্তিটি মূল্য দিয়ে ক্রয় করিতে চাহিয়া ছিলেন। কিন্তু গৃহস্বামী রাজী হন নাই। মূর্ত্তিটি পাতকুম রাজ বংশের প্রতিষ্ঠিত ও পুরাকাল হইতে ইহার পূজা ঐ বংশের মধ্যে প্রচলিত। মূর্তিগুলি রক্ষা করার জন্য হরিনাথ ঘোষ মাভূমের যুবক গণের প্রতি নিবেদন জানিয়েছিলেন।[২২]

৩. সুফরন বা সুফারান (Sufa Ran) সুবর্ণরেখাবর্তী ঝারখণ্ডের আরেকটি প্রত্নস্থল। দুল্‌মির দশমাইল উত্তর পশ্চিমে এটি অবস্থিত। ১৮৭২-৭৩ সালে বেগলার সাহেব এখানে একটি বিখ্যাত রাজবংশের বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন-- "...On a high swell, immediately, is the left bank of the subanrikha river, is the small village of sufaran or sapharan ; here are some low mounds, ... there can be no doubt that the village was once place of important."[২৩]

সুফারান ব্যাপী ছড়িয়ে ছিল তখনও একটি বিলুপ্ত রাজধানীর শেষ যেটুকু চিহ্ন, তার ওপর উত্তোলন হত হঁদের ছত্রদণ্ড। বেগলার দেখেছিলেন, সেখানে প্রতিবৎসর ইঁদ পরব হত। এখনও সেই ইঁদটাঁড়ের চিহ্ন বর্তমান রয়েছে। বেগলার নি:সন্দহান হয়েছিলেন, এখানেই ছিল শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণ সুবর্ণ।

৪. বুড়াডিহি সুবর্ণরেখার ঠিক তীরবর্তী নয়, সুবর্ণরেখা উপত্যকার দূরবর্তীও নয়। রাঁচি জেলার এই গ্রামটি থেকে অনেক জৈন মূর্তি মিলেছে। পাওয়া গিয়েছে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ মূর্তিগুলি সুইসা-রোড়ামের মতোই। পাথরের খোদিত চৌকাঠ গুলিও পুরুলিয়ার জৈন মন্দির ক্রোশজুড়ির

অনুরূপ হরগৌরী চামুণ্ডা, গনেশ, দুর্গা ইত্যাদি ছাড়াও কিছু জৈন শাসন দেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। শরৎচন্দ্ররায় এই মূর্তিগুলির ছবি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

।।৪।।

পণ্ডিতেরা বলেন খ্রি:দ্বিতীয় থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশে জৈনধর্ম বিস্তারলাভ করেছিল। ক্ষেত্রানুসন্ধান থেকে প্রতীত হয় মানভূম-সিংভূম জেলায় অন্তত চতুর্দশ শতকের শেষ পর্যন্ত জৈনধর্ম টিকেছিল। মানভূম সংলগ্ন পরেশনাথ পাহাড় ছিল জৈনদের সাধন স্থল। কথিত যে, তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ হাজারিবাগ নিকটস্থ এই 'সমেতশিখর' পর্বত টিতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। চব্বিশতম জৈন তীর্থংকর মহাবীর সুম্ভভূমি বা লাঢ় দেশ ভ্রমণ করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে।[২৫] এই ঘটনা থেকে মনে করা হয়, মহাবীরের সময় বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ রাঢ়দেশ ছিল আদিবাসী অধ্যুষিত। খ্রিষ্ট্রীয় প্রথম শতক পর্যন্ত মথুরা অঞ্চলে জৈন দের অনেক শিলালিপি পাওয়া গেছে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত খ্রিষ্টাব্দ পঞ্চম শতকের শিলালেখটি থেকে বোঝা যায় যে, এখানে সর্বপ্রথম জৈনদের কেন্দ্র ছিল। অনুমান করা হয় উড়িষ্যাপ্রদেশে জৈনধর্ম বাংলাদেশ থেকেই গিয়েছিল।[২৬]

মথুরায় খনন কার্যের পর পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বুঝতে পারলেন যে, বৌদ্ধধর্মের তুলনায় জৈন ধর্ম পুরাতন। খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় হাজার বছর আগে জৈনধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৯০ সালে মথুরায় প্রথম খনন শুরু হয়েছিল। ঐ বছর মথুরার কঙ্কালীটিলা নামক স্থানে অনেকগুলি জৈন শিলালেখ আবিষ্কৃত হয়। কিছু আর্যপট্ট পাওয়া যায়। শিলালেখগুলি থেকে জানাযায়, ভারতবর্ষে যে কয়েকটি প্রাচীন জৈনতীর্থ ক্ষেত্রছিল পরেশনাথ পর্বত, চম্পা বা ভাগলপুর, রাজগৃহ, পাবাপুরী ইত্যাদি, হাজারি বাগজেলার দুধপাণি পাহাড়ে (পরেশনাথ নিকটস্থ) একটি শিলালেখ পাওয়া যায়। তাতে অজিতমান, উদয়মান ও শ্রী ধৈতিমান নামক তিন বণিকভাতার পরিচয় আছে। তাঁরা অযোধ্যা ও তাম্রলিপ্তের মধ্যে বাণিজ্য করতেন। মগধের রাজা আদি সিংহের আনুকূল্যে তাঁরা তিনটি জনপদ লাভ করেন। দুধপানির এই লিপিটি আনুমানিক খ্রিষ্টাব্দ ৮-৯ম শতক উৎকীর্ণ।[২৭] চৈনিক

পরিভ্রাজক পথের ঈৎ-সিঙ্ ৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জলপথে তাম্রলিপ্ত আগমন করেন। তিনি তাম্রলিপ্ত থেকে পশ্চিমমুখী একটি পথ ধরে বুদ্ধ গয়ায় গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে শত শত বণিক ঐ পথে যাতায়াত করেন।[২৮] এই পথটি তাম্রলিপ্ত থেকে বুদ্ধগয়া-পাটলিপুত্রগামী।[২৯] বেগলারের মতে এই পথটি বর্তমান বাঁকুড়া জেলাও রঘুনাথপুর-তেলকূপির ওপর দিয়ে।[৩০] দামোদর নদ পেরিয়ে পথটি রাজগীর হয়ে পাটলিপুত্রে মিলেছিল।বেগলার লিখেছেন--- "The most direct route would be through Bishanpur, Bahulara, Sonatapan,... Rajgir." অন্য একটি পথ তাম্রলিপ্ত থেকে বেনারস পর্যন্ত প্রসারিত ছিল পাক্‌বিড়রা-বুধপুর-বরাভূম হয়ে দুল্‌মি। তুল্‌মি ও সুবর্ণরেখা পেরিয়ে রাঁচি-পালামো-বেনারস। পাক্‌বিড়রায় এসে দুটি প্রধান পথ মিলিত হয়েছিল। একটি পাটলিপুত্র-তাম্রলিপ্ত, অন্যটি তাম্রলিপ্ত-বেনারস। অতএব দুল্‌মি থেকে বেনারস হয়ে মথুরা যাবার একটি অস্তিত্ব ছিল। এই ঢুল্মি এলাকাতেই বেগলার ওকানিংহাম হিউয়েন সাঙের কিরণ সুবর্ণ বলেছেন।

এই পথ ছাড়ীও তাম্রলিপ্ত থেকে দুল্মিযাবার জল পথ ছিল। সেই পথটি বঙ্গোপসাগর থেকে উড়িষ্যা-ঝাড়খণ্ড হয়ে সুবর্ণরেখার ওপর দিয়ে। এই পথের ধারে দাঁতনের মোগলমারিতে সম্প্রতি বৌদ্ধবিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমান দীঘা-শঙ্করপুর সংলগ্ন সমুদ্র উপকূল থেকে সুবর্ণ রেখার মোহনা খুব দূরে নয়। আমাদের অনুমান দাঁতন, গোপীবল্লভপুর সংলগ্ন এলাকার পাশ দিয়ে সুবর্ণরেখা ধরে জলপথে তাম্রলিপ্ত থেকে সুইসা সাফারন যাতায়াত করতেন জৈন বনিকরা। এই পথে সুইসা-সাফারন থেকে ঝাড়খণ্ড-উড়িষ্যায় সহজেই বানিজ্য চলত। সুবর্ণরেখার গতিপথ তখন অবশ্যই গভীর ও চওড়া ছিল। অন্য দ্বিতীয় জন পথটি ছিল কংসাবতীর ওপর দিয়ে। সারেংগড় (মুকুটমানিপুর ড্যাম), বুধপুর, টুস্যামা, বোড়াম ইত্যাদি জৈন কেন্দ্রগুলি কাঁসাই নদীর তীরে অবস্থিত। কাঁসাই নদীর এই পথ ধরে মেদিনীপুর থেকে পুরুলিয়ার বোড়াম-দেউলঘাটা পর্যন্ত জৈন বণিকও ভ্রমণার্থীদের যাতায়াত ছিল। বোড়াম থেকে একটি সংক্ষিপ্ত প্রাচীন স্থলপথ ছিল সুবর্ণরোখাতীরবর্তী স্থানে যাতায়াতের। মূলত এই দুটি জলপথ ও দুটি স্থলপথের কারণে বরাভূম-

বাঘমুণ্ডি-সুফারন জুড়ে একটি প্রাচীন ভারত সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এক সময় ছিল তা জৈন-হিন্দু সভ্যতা। হিউয়েন সাঙের বিবরনী একে সমর্থন করে।

হিউয়েন সাঙ ৬৩৭-৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গদেশে এসে দেখেন দেশটি ৫টি রাজনৈতিক ভাগে বিভক্ত--পুণ্ড্র, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত ও ক-জঙ্গল। তিনি তাম্রলিপ্ত রাজ্যের মীমাংসা বলেছেন ১৪০০ থেকে ১৫০০লি। তাম্রলিপ্ত থেকে তিনি কিরণ সুবর্ণ (কর্ণ সুবর্ণ) হয়ে উড়িষ্যা গিয়েছিলেন। কর্ণ সুবর্ণ কে তিনি শশাঙ্কের রাজধানী বলেছেন। সীমানা নির্দেশ করেছেন তাম্রলিপ্ত থেকে উত্তর-পশ্চিমে। কর্ণ সুবর্ণের পরিবেষ্ঠন এলাকা ৭০০ লি বা ১১৭ মাইল-- " Going south east from this 900 li or so, we come to the country of kie-la-na-su-fa-la-na (karna suvarna). There are about ten sangh are mas here and 300 priests: they study the little vehicle belonging to the sammatiya scholl. ... By the side of the capital is the sangharama called ki-to-wei-chi, Raktaviti).[৩১] কানিংহাম লিখেছেন এই 'কি-লো-ন-সু-ফা-ল-ল' স্থানটি সিংভূম ও বরাভূম জেলার কাছাকাছি অবস্থিত--- " the chief city of kirana suvarna must be looked for along the course of the suvarna-riksha river. Some where about the districts of Singhbhum and Barabhum.[৩২] কানিংহামের এ হেন সিদ্ধান্তের ভিত্তি হল হিউয়েন সাঙের বিবরনী।

কারণ, হিউয়েন সাঙ মগধের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা লক্ষনীয়-- "Again, going south and crossing the Ganges river, We come to the Kingdom of Magadha. This Kingdom is about 5000 li in circuit. The population is learned and highly virtuous."[৩৩] মগধের পরিবেষ্টন এলাকা হল ৫০০০ লি বা ৮৩৩ মাইল। এর সীমানা নির্দেশ হল-- পূর্বে মুঙ্গের বা হিরন্য পর্বত, পশ্চিমে বেনারস জেলা, উত্তরে গঙ্গা নদী ও দক্ষিণে কিরণ সুবর্ণ বা সিংভূম। কানিংহাম মন্তব্য করেছেন-- "It must, therefore have extended to the Karmanasa river on the west and to the sources, of the Damuda river on the south. The

circuit of these limits is 700 miles measured direct on the map, or about 800 miles by road-distance."[৩৮]

হিউয়েন সাঙের বিবরণকে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, কিরণ সুবর্ণ হল তাম্র লিপ্তের-পশ্চিমে। আর মুর্শিদাবাদ হল সোজা উত্তরে। কানিংহাম লিখেছেন-- "But this wild part of India is so little known that I am unable to suggest any particular place as the Prabable representative of the ancient capital of the country,. Barabazar is the chief town in Barabhum, and as its position corresponds very closely with that indicated by Hwen Thsang."[৩৫]

কানিংহাম হিউয়েন সাঙের বিবরনী ('The Travels of Hwen-Thsang') নিয়ে বিস্তর গবেষণা করে 'The Ancient Geography of India' (1871) লিখেছিলেন। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ পথের চিত্র দিয়ে একটি ভারতবর্ষের মানচিত্র (৬৩৫-৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দের) তিনি বইটিতে যুক্ত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ১১৭ মাইল এলাকা যুক্ত কিরণ সুবর্ণ রাজধানী তাম্রলিপ্ত থেকে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। সমদূরত্বে উড়ষ্যা থেকে উত্তরপূর্বে অবস্থিত। সপ্তম শতকে উড়িষ্যার রাজধানী ছিল যাজনগর, বৈতরণীর তীরস্থ। কর্ণসুবর্ণ নগরীকেও সুবর্ণরেখার তীরে অবস্থিত বলে দেখতে হবে এই স্থান ছিল বরাভূমও সিংভূমের মাঝামাঝি কোথাও। কিন্তু ঘন জঙ্গলে আবৃত ভারতের এই এলাকার ঠিক কোন্ জায়গাটি কর্ণসুবর্ণ তা নিশ্চিতভাবে কানিংহাম বুঝতে পারেননি, বলতে অপার-গ হয়েছেন। তবে দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ নগরী বরাবাজারে কাছাকাছি ছিল, উঁচুনীচু পাহাড় শ্রেণির নিম্নবর্তী একটি ভূভাগ ছিল যা দামোদরও বৈতরণী নদীর উৎসের মধ্যবর্তী উত্তর ও দক্ষিণে। কানিংসাম নির্দেশিত স্থানটি পায়ে হেঁটে খুঁজে পেয়েছেন বেগলার। ১৮৭২-৭৩ সালে ASI Report এর তৃতীয় খণ্ডে তিনি বলিষ্ঠতার সঙ্গে বলেছেন যে, বর্তমান সুইসা-সুফারন এলাকাই হল শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ-- "I think that Hwen thsang's Kirana sufalana may with much probability by identified with the sapharan near this place; there is not far off a sub-division of chutia Nagpur

called Karanpur, the Rajas of which place are said traditionally to have once ruled over the greater part of the country, including Dalmi. Admitting the Probable correctness of this tradition, the chinese kirana sufalana would be karna sapharana : sapharana means destroyer of curses." [৩৬] বেগলার সুফারন বা সাফারনার অর্থ বলেছেন 'destroyer of curses'. অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন এই সুফারণ-ই শশাঙ্কের কর্ণসুবর্ণ--- "In the absence, then, of other data, I propose to identify this place with the capital of cacang ka Raja." [৩৭]

১৮৭১ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (ASI)। এর প্রথম ডিরেক্টের হন জেনারেল কানিংহাম। তাঁর দুই সহকারী মনোনীত হন বেগলার ও কার্লাইল। ১৮৭২-১৮৭৩-এ বেগলারের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কানিংহামের ভূগোল প্রকাশিত হয় তারও আগে (১৮৭১)। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবিবরণ নিয়ে কানিংহামের চেয়ে পরিশ্রমীও সার্থক গবেষণা আজও কেউ করেন নি। আর, বেগলারের মতো পায়ে হেঁটে এমন প্রত্ন অনুসন্ধান স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরও ভারতে কেউ করেছেন কী?

হিউয়েন সাঙের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে অনুসন্ধান করে আমাদেরও দৃঢ় ধারণা হয়েছে শশাঙ্কের কর্ণসুবর্ণ এখানেই ছিল। বেগলার কানিংহামের পরও এই এলাকায় অনেক পুরাকীর্তি পাওয়া গেছে এবং দিনের পর দিন ধরে লোপাট হয়েছে। সংক্ষেপে অন্যান্য সূত্র গুলি হন---

* হিউয়েন সাঙে বর্ণনায় তাম্রলিপ্ত থেকে উত্তর-পশ্চিমে ছিল কর্ণ-সুবর্ণ। মুর্মিদাবাদের অবস্থানের সঙ্গে তা মেলেনা। উড়িষ্যা থেকে সমদূরত্বও মুর্শিদাবাদের রাঙামাটি নয়। সাঙ্ বলেছেন। লো-টো-মো-চিহ্।

এই রাঙামাটি নামে (Raktaviti) যে স্থানের উল্লেখ সাঙ্ করেছেন সেটি হল বাঘমুণ্ডির গ্রামটি। বাঘমুণ্ডিতে সুইসার কাছে সুবর্ণ রেখাতীরে রাঙামাটি (J.L. No.-01) নামে একটি অতিপ্রাচীন গ্রাম রয়েছে। এই গ্রামের নদী তীর জুড়ে জৈন-বিহারের ধ্বংসাবশেষ ছিল বলে স্থানীয় মানুষের সাক্ষ্য থেকে জানা গেছে। রাঙ্গামাটি থেকে মুকুরুব

(J.L. No.-02) পিড়ি তোড়াং (J.L. No.-03) পিড়িগড়িয়া (J.L. No.-04) ছোগাপিড়ি (J.L. No.-05) গাগি (J.L. No.-06) শালডাবর (J.L. No.-07) সুইসা (J.L. No.-08) রাইডি (J.L. No.-09) তুলতুড়ি (J.L. No.-10) সপা (J.L. No.-11) তিরুলডি (J.L. No.-20) এই ১২টি মৌজার ভূমিরূপ এখনও একই সমতলে স্পষ্ট বোঝা যায়, যেমন ঊর্বর তেমনি নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। নদীর প্রাচীন মৃত্তিকার গুণে এখনও এই এলাকার মাটিতে সোনা ফলে। প্রচুর সবজি উৎপন্ন হয়। অতএব পুরুলিয়ার অনুর্বর-রুক্ষ চরিত্রের সঙ্গে সুবর্ণরেখা তীরবর্তী ঝাড়খণ্ড ও ঝালদা বাঘমুণ্ডির মাটি ও আবহাওয়ার বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। আজ থেকে সাত আটশ বছর আগে নিশ্চয় তা আরও কোমল প্রকৃতির ছিল। অতএব সাঙের বর্ণনা যথার্থ।

* এখানকার গ্রামনামে প্রাচীন ইতিহাসের 'ক্লু' (clue) পাওয়া যায়। অধিকাংশ গ্রামেরনাম মুণ্ডারি ও দ্রাবিড় শব্দ। কিছু গ্রাম রয়েছে যেমন--- পরশা (পার্শ্বনাথের নামানুসারে, পার্শ্বনাথের মূর্তিও মন্দির ছিল), সরাকডি (জৈন সরাক বা শ্রাবকদের বসতি ছিল), 'বালক্ষ' দ্রাবিড়শব্দ যার অর্থ সূর্য; এখানে সূর্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে) ইত্যাদি। এই নামগুলি থেকে প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান উঠে আসে। তেমনি শশকহাস (SOSOKHAS) নামক গ্রামটির সঙ্গে শশাঙ্কের স্মৃতি জড়িত থাকতে পারে।
* বরাভূমও সিংহভূমের প্রচুর গ্রাম থেকে অসংখ্য হিন্দু জৈন মূর্তি পাওয়া গেছে। প্রাচীন নগরীর চিহ্ন আজও দৃষ্টিমান হয়।
* বরাভূম ও বাঘমুণ্ডি জুড়ে এখনও অনেক সূর্য মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এই এলাকায় এখনও অনেক সূর্যমূর্তি পড়ে রয়েছে। সিংভূম জেলার নানা স্থান থেকে অনেক সূর্য মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। সূর্য মূর্তিগুলির সঙ্গে শশাঙ্কের সম্পর্ক কী? এই অনুমানের কারণ ইতিহাসের লোকশ্রুতি শশাঙ্কের অধিকারভূক্ত রাজ্য ছিল মগধ, গৌড়,

রাঢ় ইত্যাদি। মগ ব্রাহ্মণেরা সূর্য পূজার প্রবর্তক। মনিয়র উইলিয়মস 'মগ' শব্দের অর্থ করেছেন--- 'worshipper of the Sun' [৩৮] মগধ শব্দের অর্থ করা হয়েছে সূর্যপূজদের বাস স্থান।[৩৯] বরাহমিহির নিজের মগব্রাহ্মণ ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। এই মগ বা শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদের দ্বারা গৌড়, পুণ্ড্রে সূর্যপূজা বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। মালদা, রাজশাহী মিউজিয়মে প্রচুর সূর্যমূর্তি রক্ষিত আছে। কারণ গৌড়ের নানা স্থানে থেকে যথেষ্ট পরিমানে সূর্য প্রতিমা পাওয়া গেছে। গৌড়ের ইতিহাসে লেখক বলেছেন-- পুরাতন মালদহ নগরের অতিনিকট তখন সূর্য্যপুরের কাঠাল নামক অরণ্য দৃষ্ট হয়; পূর্ব্বে সেখানে সূর্য্যপুর নামক একটি নগর ছিল। . . . নানাস্থানে এখনও সূর্য্যনারায়নের পূজা হইতেছে।[৪০] ইতিহাসে আছে, গ্রহ বৈগুণ্যহেতু ক্লেশ প্রাপ্ত হয়ে শান্তির জন্য রাজা শশাঙ্ক বারোজন সূর্য উপাসক শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণকে গৌড়ে এনেছিলেন। এই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদের দ্বারাই বঙ্গদেশে সূর্য-পূজা ও প্রতিমা পূজার প্রবর্তন হয়।[৪১] 'রাঢ়ীয় শাকল দ্বীপিকা' নামক গ্রন্থে আছে, দশজন শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ মধ্যদেশ অর্থাৎ ঝাড়খণ্ড থেকে গৌড়মণ্ডলে আগমন করেছিলেন। 'রিয়াস-উস্-সালাতীন' ও ফেরিস্তার মতে, ঝাড়খণ্ড থেকে গৌড় রাজসভায় গিয়ে ব্রাহ্মণেরা সূর্যপূজার প্রবর্তন করেন।

অতএব ঝাড়খণ্ডের রাঁটি-সিংভূম ও আমাদের আলোচ্য সুবর্ণরেখা ভূমিতে প্রাপ্ত সূর্যমূর্তিগুলি গৌড়ে সূর্য প্রতিমা পূজার আদি-ইতিহাসকে মনে করিয়ে দেয়। ইঙ্গিত দেয় যে, গৌড়ের বহুকাল আগেই মগধ সহ ঝাড়খণ্ডে সূর্যপূজা প্রচলিত ছিল।

* হর্ষ-চরিত, হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে শশাঙ্ককে বৌদ্ধবিদ্বেষী বলা হয়েছে। কর্ণ সুবর্ণতে নানা ধর্মের মানুষের উপস্থিত জানানো হয়েছে। মোগলমারিতে বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হলেও সুবর্ণরেখার দুই তীরবর্তী ঝাড়খণ্ড ও পুরুলিয়ার প্রত্ন স্থলগুলিতে বৌদ্ধ মূর্তির প্রমান পাওয়া যায়নি বললেই হয়। সমস্তই জৈন-হিন্দু দেবদেবীও তীর্থঙ্কর মূর্তি। তাহলে কর্ণ সুবর্ণ কে কী প্রমানের ভিত্তিতে মুর্শিদাবাদের রাঙামাটি

এলাকায় নির্দেশ করা হয়েছে পুনরায় তার বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এক সময় কিছু বিতর্ক হয়েছিল, কিন্তু দুর্গমতার কারণে এই ঘন অরণ্য অঞ্চলে ঢুকতে না পারবে জন্য বেগলারের দাবি প্রাধান্য বা প্রচার পায়নি। সংস্কৃত পুস্তকপ্রেমী পণ্ডিতরা ব্যাকরণ ঘুটিয়ে কর্ণ সুবর্ণ নির্দেশ করার চেষ্টা করেছিলেন বেগলার-কানিংহামের ফেত্রসমীক্ষাকে গুরুত্বদান না করে। যেমন, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র লিখেছেন---

'হিউয়েন সাঙ ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল তাম্রলিপ্ত উপস্থিত হন ও তৎপর ২০ এপ্রিল কিরণসুবর্ণ ও ৫ মে তারিখে ওড্রে উপস্থিত হন। সুতরাং কিরণসুবর্ণ যে তাহার তাম্রলিপ্ত হইতে ওড্র যাইবার পথে পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। . . . চৈনিক পরিব্রাজক . . . এই চন্দ্রকোনা দিয়াই যাইতে হইয়া ছিল।' অর্থাৎ তিনি মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনাকে কিরণসুবর্ণ বলতে চেয়েছেন।[৪২]

কর্ণসুবর্ণের অন্বেষণ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমরা ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে নিয়ে কর্ণ সুবর্ণের মতোই সমৃদ্ধ প্রাচীন নগরী ও জৈন সভ্যতার উপস্থিত খুঁজে পাচ্ছি। ঘন জঙ্গলে ঢাকা এই এলাকায় সব সময় দলমার হাতির পাল দাপিয়ে বেড়ায়া রাঙামাটি সারিডি প্রভৃতি গ্রামে ঢোকার মুখে হাতির উপস্থিতি বার-বার আমাদের চোখে পড়েছে। এখানে পা রাখলে বোঝা যায় প্রাণ বাজি রেখে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা কত কঠিন। আমাদের দারণা সেই কারণে শশাঙ্কের কর্ণ সুবর্ণ অন্বেষণে ঐতিহাসিকদের কোথাও একটা শূন্যতা থেকে গেছে। খ্রিষ্টাব্দ দশম-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সারা পুরুলিয়া ও ঝাড়খণ্ড জুড়ে জৈন সভ্যতা বিস্তারলাভ করেছিল। এ তথ্য নতুন নয়। কিন্তু সুবর্ণ রেখা তীরবর্তী ঝাড়খণ্ড ও পুরুলিয়ার পশ্চিমাংশ জুড়ে রক্তমৃত্তিকা (রাঙামাটি) গ্রাম, জৈনবিহার, আসংখ্য প্রত্নস্থলভিডির্বর কৃষিভূমি, জল-জঙ্গল-পাহাড়ের ত্রয়ী সহাবস্থান, শৈবও হিন্দূ ধর্মের প্রত্ন-প্রমাণ, জৈন শ্রাবক জাতিও শাসদ্বীঘী ব্রাহ্মণদের উপস্থিতর প্রমাণের সঙ্গে হিউয়েন সাঙের বিবরণী মিলিয়ে দেখলে মগধের কোনও এক নগর সভ্যতা ও শশাঙ্কের কর্ণসুবর্ণের স্পষ্ট উপস্থিত প্রমাণিত হয়ে যায়। সেই সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক চিহ্ন এখানকার লোক

সংস্কৃতিতে ও জীবনচর্যায় ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র উপাদানে এখনও রয়ে গেছে। এই এলাকাতেই জন্ম নিয়েছে ঝুমুর গান। তা ছড়িয়েছে পাঁচ পরগনা-বুণ্ডু-সিল্লি, তামাড়, বাঘমুণ্ডি, বারেন্দা ওরাহে থেকে। সোনাহাতু। পাতকুম, চাণ্ডিল, রাঁচি, বাঘমুণ্ডি, ইত্যাদি এলাকাতেই ঝুমুর গানের আদি প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। বুলবুলি নামক লোকনাট্য, ছৌ-নামক লোকনৃত্যের জন্মেও সমৃদ্ধি এই অঞ্চলেই মানভূম-সংস্কৃতির সূতিকাগার এই এলাকায় পা ফেলে, সুবর্ণ রেখার তীর বরাবর হাঁটার সময় মনে হয়েছে, এখানে কোনও রাখালদাস-মার্শালের হাত পড়লে প্রাচীন ভারতের কর্ণসুবর্ণের ভগ্নদেহ নিশ্চয় উদ্ধার হত।

তথ্যসূত্র :--

১. Report of A Tour Through The Bengal Provinces. 1878, Calcutta, Office of the superintendent of Government Printing. Page-191.
২. মূর্তিটি বীরস্তম্ভ টাইপের নয়, মনে হয় কোনও বৃহৎ প্রতিমার ভগ্নাংশ। বুড়দা অনুসন্ধান: ৭.৭.২০১২, সঙ্গী: গৌতমকুমার মণ্ডল।
৩. চট্টোপাধ্যায় অরবিন্দ। সদ্যপ্রাপ্ত সূর্যমূর্তি এবং বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় সূর্য সাধনার প্রত্ন-অনুসন্ধান। ১৪২০/১০২/৭৫-১৩৭.
৪. ক্ষেত্রানুসন্ধান: ৫/১/২০০৯.
৫. ক্ষেত্রানুসন্ধান: ৬/১/২০০৯, সাক্ষাৎকার: কামদেবসিংমুড়া, মুকুরুবা।
৬. ক্ষেত্রানুসন্ধান: ৭/১/২০০৯, সঙ্গী: মাধবচন্দ্রমণ্ডল, ঢেঁকশিলা।
৭. সাক্ষাৎকার: গয়াসুর মাঝি। বাঘমুণ্ডি, পুরুলিয়া।
৮. উল্লেখ ১। page 189-190.
৯. উল্লেখ ১। page 190.
১০. চারবার সুইসাগেছি। শেষ অনুসন্ধান ২২.২.২০১৪.
১১. কাড়রু সমীক্ষা: মকরসংক্রান্তি, ১৪১৮
১২. সেরেঙডিহি: ২৩.২.২০১৪.
১৩. MAN BHOM. 1911, cal, Bengal secretariat Book Depot, page-7
১৪. দেবী অম্বিকা বা আমাই মায়ের মূর্তি রয়েছে। আছে একটি বিষ্ণু ও কয়েকটি জৈন তীর্থংকরের মূর্তি।
১৫. MANBHUM. P-7
১৬. নালাটির নাম সাহারঝোরা বা সাহারজোড়।
১৭. MANBHUM. P-28
১৮. তদেব। P - 37
১৯. তদেব। P - 36

২০. উল্লেখ ১। P - 186
২১. তদেব। P - 189
২২. ছত্রাক। সম্পাদক সুবোধ বসুরায়। শারদ ১৩৩৩।
২৩. উল্লেখ ১। P - 189
২৪. ছোট নাগপুরে সাহিত্যসেবার উপাদান। প্রবাসী। ১৩৪১, ফাল্গুন, ৬৫৯।
২৫. Jaina Sutras, Part-I. Edited by Max Muller. Translated by H. Jacobi. First Published. 1884, LPP Published 2008, P.-217-270.
২৬. বাগচী প্রবোধচন্দ্র। বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রারম্ভ। সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৬/১, পুনর্মুদ্রণ স্মারকগ্রন্থ, মাঘ ১৪১০, পৃঃ ১৫৪.
২৬. Epigraphica India. Vol-II, Page - 345.
২৭. সেনগুপ্ত গৌরাঙ্গ গোপাল। প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয়। সেপ্টেম্বর ২০১০ কলকাতা, সাহিত্যসংসদ। পৃঃ ৯৩
২৮. তদেব। পৃঃ ৯৪
২৯. বেগলার রিপোর্ট। P - 50
৩০. Beal Samuel. The Life of Hiuen-Tsian, By the Shaman Hwui Li. 1911. London, Kegan Paul, Trench, Trulner Co. Ltd. Page-132.
৩১. Cunningham Alexander. The Ancient Geography of India. First published 1871, Reprinted in LPP 2006 Page - 425.
৩২. উল্লেখ ৩১। P - 101
৩৩. উল্লেখ ৩২১। P - 101
৩৪. উল্লেখ ৩২১। P - 383
৩৫. উল্লেখ ৩২১। P - 426
৩৬. উল্লেখ ৩১। P - 191
৩৭. উদেব। P - 191
৩৮. বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা রামকৃষ্ণভাট সম্পাদিত প্রথম খণ্ড। দিল্লি, মতিলাল বানারসীদাস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, Introduction xii.
৩৯. তদেব।
৪০. চক্রবর্তী রজনীকান্ত। গৌড়ের ইতিহাস, ফাল্গুন ১৪১৫, কল, পেজ পাবলিশিং পৃঃ ৪৮.
৪১. তদেব। পৃঃ ৪৮.
৪২. তাম্রলিপ্ত ও কিরণ সুবর্ণ। ভারতবর্ষ। অগ্রহায়ন ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ, মেদিনীপুরের ইতিহাস। প্রথমপর্ব। সংকমল চৌধুরী। দেজসংস্করণ মাঘ ১৪১৫, পৃঃ ৭৫-৮৮

কৃতজ্ঞতা : জয়ন্ত ঘোষ, তুন্‌তুড়ি, বাঘমুণ্ডি।
গৌতম মণ্ডল, সুইসা কলেজ।
মাধবচন্দ্র মণ্ডল, শশ হাইস্কুল, বাঘমুণ্ডি।

শ্রমণ-ভগবান্ মহাবীরের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী ও একাংশে প্রধান-শিষ্য বা গণধরদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং শ্রমণ ভগবানের নিকট শিষ্যত্ব-গ্রহণের কাহিনী

চিত্তরঞ্জন পাল

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর সমকালীন আরেক বিখ্যাত ধর্ম প্রবর্তক বুদ্ধদেবের মতোই ক্ষত্রিয় পরিবারের প্রধানের পুত্র ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন জ্ঞাতৃক ক্ষত্রিয় পরিবারের প্রধান। বৌদ্ধদের রচিত পালিগ্রন্থে মহাবীরকে 'নাতপুত্ত' (জ্ঞাতৃক পুত্র) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈশালী নগরের কুণ্ডগ্রাম শহরতলীতে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা সিদ্ধার্থ ছিলেন ঐ জ্ঞাতৃক উপজাতির প্রধান এবং মাতা ত্রিশলা কয়েকটি উপজাতির সমন্বয়ে গঠিত বৈশালী গণরাষ্ট্রের প্রধানের ভগ্নি।

মহাবীরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দীবর্ধন, পিতার মৃত্যুর পরে ক্ষুদ্র উপজাতীয় রাজ্যটির প্রধানের পদ লাভ করেন। মহাবীরের পরিবারের সকলেই ২৩ তম তীর্থংকর পার্শ্ব নাথের অনুগামী ছিলেন। মহাবীর যথাসময়ে বিবাহ করেছিলেন এবং এক কন্যার জনকও ছিলেন। মহাবীরের দুহিতার বিবাহ হয়েছিল, জামালী নামে মহাবীরের এক অনুগামী বা শিষ্যের সঙ্গে। পরে কন্যা-জামাতা জামালী গুরু মহাবীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সর্ব-প্রথম সঙ্ঘ-ভেদ করেন। তবে দিগম্বরগণ এ সমস্ত ঘটনা অস্বীকার করেন এবং বলেন তাঁদের পরম প্রিয় গুরু 'চির-কুমার', সুতরং তাঁর জীবনে এ সব ঘটনা ঘটেনি।

প্রাচীন ভারতীর ইতিহাসবিদ্‌দের অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী ভারতীয় উপ মহাদেশ বিশেষতঃ পূর্ব ভারতের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই শতাব্দীতে মানব-জীবনে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কি এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের জন্য ভিক্ষাচার্য (ভিক্ষুব্রত) গ্রহণ করে ঘর-সংসার ত্যাগ করে দলে দলে তরুণরা সর্বত্র বিচরণ করেছে। বর্দ্ধমান মহাবীর ও তরুন

বয়সেই অন্তরে ব্যাকুলতা ও যন্ত্রনা অনুভব করে রাজকীয় ভোগ বিলাস ত্যাগ করে ভিক্ষাব্রতী বিচরনশীল তরুনদের পদাঙ্ক অনুসরণের ব্যাকুলতা অনুভব করেছেন। তবে স্নেহশীল পিতা সিদ্ধার্থ ও মাতা ত্রিশলার জীবিত অবস্থায় গৃহত্যাগ করেননি। পিতা মাতার প্রয়াণের পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দী বর্ধনকে পিতৃ-সিংহাসনে আসীন দেখে ত্রিশ বৎসর (৩০) বয়সে তিনি পরিক্রমণশীল ভিক্ষুদলে যোগ দেন। দীর্ঘ বারো (১২) বৎসর তিনি এক খণ্ড বস্ত্র পরিধান করে ভিক্ষু জীবনে অসহনীয় কৃচ্ছ সাধন করেন। এই সময়ে তিনি পার্শ্বনাথ অনুগামীদের মত জীবন যাপন করেন। ১৩বৎসরের প্রারম্ভে তিনি ঐ বস্ত্র খণ্ড পরিত্যাগ করে নগ্ন জীবনে পার্শ্বনাথের প্রবর্তিত বিধি-বিধান ত্যাগ-দিগম্বর ভিক্ষুদের জীবন যাপন করতে থাকেন। সর্বপ্রাচীন জৈন শাস্ত্র গ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্রে এই সময়ে যে সমস্ত স্থানে স্থানে ঘুরে তিনি ভিক্ষু জীবন যাপন করেন তাব বিবরণ জানা যায়। ঐ গ্রন্থ থেকে জানা যায় এই সময়ে তিনি বজ্জ ভূমি ও সম্ভভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন। ঐ দুটি অঞ্চল 'লার' বা 'রাঢ়' বিভাগ-বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের 'পশ্চিমাংশে' নির্ধারিত হয়েছে। ঐ অঞ্চলে যাতাযাতের রাস্তাঘাট ছিল না। ঐ অঞ্চলে মহাবীর স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা নিষ্ঠুর ভাবে নিগৃহীত হয়েছেন।

মহাবীরের ভিক্ষু জীবনের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা--এই সময়ে মহাবীরের সঙ্গে আর এক বিখ্যাত পরিব্রাজক ভিক্ষু 'মংখলী পুত্র গোশালের' সাক্ষাৎ হয় এবং 'মংখলী পুত্র গোশাল' মহাবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দুজনের গুরুশিষ্য-সম্পর্ক ছয় বৎসর কাল স্থায়ী হয়েছিল পরে গুরু শিষ্যের মধ্যে কলহ হয়। গো-শাল মহাবীরের সংশ্রব পরিত্যাগ করে বর্ধমান মহাবীরের 'কৈবল্য' লাভের পূর্বেই নিজেকে 'ধর্মগুরু' বলে ঘোষণা করেন এবং আজীবিক ধর্মগুরু হন।

বর্ধমান মহাবীর তার তেরোতম সন্ন্যাসী জীবনে 'ঋজুকুল্যা' নদীর তীরে 'জীম্ভক গ্রামে' যান এবং সেখানে এক শালগাছের তলায় বা নীচে বসে তিনি গভীর ভাবে ধ্যানস্থ হন এবং কৈবল্যজ্ঞান বা সর্বজ্ঞতা-জ্ঞান লাভ করেন। জৈনদের শাস্ত্র গ্রন্থে এ কথা ও বলা হয়েছে। ঐ গ্রামটি 'পরেশনাথ' পাহাড়ের অনতিদূরে অবস্থিত, ঐ পাহাড় বর্তমানে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের হাজারিবাগ জিলায়।

কেবলীজ্ঞান লাভ করার পরে মহাবীর নূতন উদ্যমে নব-লভ্য ধর্মমত প্রচার আত্মনিয়োগ করেন। শ্রমণ ভগবানের প্রথম শিষ্যত্বে দীক্ষিত হন গৌতম ইন্দ্রভূতি এবং তাঁর ধর্ম উপদেশ বা প্রথম বানী 'পঞ্চযাম সংবর' অথবা পঞ্চ সংবর (সংযম) এর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ। যথা প্রাণী হত্যা থেকে নিবৃত হওয়ার প্রতিজ্ঞা, (২) মিথ্যা না বলা (৩) চুরি থেকে নিবৃত হওয়া (৪) কোন প্রকারে অর্থ গ্রহণ বা কোন বস্তুগ্রহণ না করা। (৫) চিরদিন ব্রহ্মচর্য্য পালন করা।

মনে হয়, শ্রমণ ভগবান মহাবীর প্রথমে তাঁর ধর্ম মত ক্ষত্রিয় রাজন্যের মধ্যে প্রচার করেন। তারপর তার ধর্ম মত মধ্যবিত্ত ও সমাজের নিম্নবর্গ দরিদ্রদের মধ্যে প্রচার করেন। দিগম্বর পুঁথি থেকে শ্রমন-ভগবান মহাবীর যখন মগধের রাজগৃহে (বর্তমান রাজগীর), ঐরাজ্যের রাজা শ্রেণিক (বিম্বিসার) ধর্মগুরুকে অভ্যর্থনা জানাতে রাজপ্রাসাদ থেকে সৈন্যবাহিনী-সহ বেরিয়ে আসেন এবং অনতিকাল পরে তিনি শ্রমণ ভগবানের অন্যতম প্রধান অনুগামী হন। বৈশালীর নরপতি ও মহাবীরের মাতুল চেতক মহাবীরের আজীবন সমর্থক ও ভক্ত ছিলেন। কৌশাম্বীর নরপতি শতানিক ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-সম্প্রদায়ে যোগ দেন। মগধের রাজা কুনিক (অজাতশত্রু) বিম্বিসারের পুত্র মহাবীরের ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়ের আর একজন বড় সমর্থক ছিলেন।

দিগম্বরদের গ্রন্থে বলা হয়েছে শ্রমণ ভগবান মহাবীর উত্তর ভারতের মগধ রাজ্য, প্রয়াগ, কৌশাম্বী, চম্পাপুরী ও অন্যান্য শক্তিশালী রাজ্যের অধিপতিদের ধর্মমতে দীক্ষিত করেছিলেন।

মহাবীরের বাণী ও ধর্ম শুধুমাত্র ক্ষত্রিয় রাজন্য শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ওজস্বিনী-ভাষায় যে বাণী ও ধর্মমত প্রচার করেছিলেন তা বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে ছিল, এমন কি নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও বিপুল সমর্থন লাভ করেছিল। কারণ তিনি নিম্ন শ্রেণীয় বোধগম্য অর্ধমাগধী ভাষায় তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন।

বর্ধমান মহাবীরের ও গৌতম বুদ্ধের ব্যক্তিত্বের তুলনামূলক আলোচনা

করে সিন্‌ক্লেয়ার ষ্টিভেনসন মন্তব্য করেছেন গৌতম বুদ্ধের ব্যক্তিত্বের তুলনায় বর্ধমান মহাবীরের জীবন-কাহিনী কম আকর্ষণীয় কিন্তু মহাবীরের সাংগঠনিক প্রতিভার সংগে বুদ্ধের সাংগঠনিক ক্ষমতার তুলনাকরা যায় না। মহাবীরের সাংগঠনিক ক্ষমতার জন্য আজও জৈনধর্মে ভারতবর্ষে উজ্বল প্রভায় দীপ্ত রয়েছে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে অদৃশ-প্রায় প্রায় (১৩) তেরা বছর পূর্বেই।

পাঠকদের অনুমতির জন্য অপেক্ষা না করেই প্রসঙ্গান্তরে যেতে হচ্ছে বলে দু:খিত। মহাবীর পূর্বে যে ২৩জন তীর্থঙ্কর ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের জননীগন নানা মঙ্গলের ঈঙ্গিতবাহী সুস্বপ্ন দেখেছেন। অন্তিম তীর্থঙ্কর মহাবীরের মাতৃগর্ভে আগমনের সময়ে ঐ সমস্ত সুমঙ্গলের বার্তাবাহী স্বপ্ন ব্যতীত এমন একটা অনুঘটনা বা ছোট ঘটনা ঘটেছে তার আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক। এই অনুঘটনা বা ছোট ঘটনাটি হলো ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভ থেকে জ্ঞাতৃক কুলের প্রধান সিদ্ধার্থের পত্নীর গর্ভে স্থানান্তরিত করা।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের জৈনগণ এই ঘটনা সত্য বলে মনে করেন। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের পবিত্র গ্রন্থ 'কল্পসূত্র' থেকে জানা যায় শ্রমন ভগবান মহাবীর কুণ্ড গ্রামের ব্রাহ্মণের পত্নী দেবানন্দার গর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় ৮২ দিন ছিলেন। স্বর্গের দেবতাদের প্রধান শর্ক যখন জ্ঞাত হলেন অন্তিম তীর্থংকর শ্রমন ভগবান মহাবীর কুণ্ড গ্রামের ব্রাহ্মণ ঋষভ দত্তের পত্নী দেবানন্দার গর্ভ ভ্রূনাবস্থায় রয়েছেন যা কোন কালেই (উৎসর্পিনী অবসর্পিনি) কখনও হয়নি। তীর্থংকরগণ ক্ষত্রিয় কুল ব্যতীত ব্রাহ্মণ অথবা কোন দরিদ্র বংশে জন্মান নি। স্বর্গের দেবরাজ সর্ক (ইন্দ্র) তাঁর পদাতিক বাহিনীর প্রধান 'দেব' হরিনেগমেসিকে আদেশ করলেন ঐদিন গভীর রাত্রে (রাত ১২টায় বা মধ্যরাতে) যেন ঋষভদত্তের পত্নী দেবনন্দার গর্ভ থেকে যেন জ্ঞাতৃক ক্ষত্রিয় কুলের প্রধান সিদ্ধার্থের পত্নী ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলার গর্ভে স্থানান্তরিত করা হয়। ঐ আদেশ হরিনেগমেসিদেব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন।

শ্বেতাম্বর-সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী এই ধারণা ও বিশ্বাস দিগম্বর সম্প্রদায়ভক্ত জৈনগণ বিদ্রূপ করেও নসাৎ করে বলেন শ্রমণ

ভগবান মহাবীর তার মাতা ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলার গর্ভ ব্যতীত অন্য কারোর গর্ভস্থ ছিলেন না। যা হোক শ্বেতাম্বরদের এই বিশ্বাস যে অতি প্রাচীন তা একদিকে যে তাদের শাস্ত্র-গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তেমনি মথুরায় প্রাপ্ত জৈন স্তূপের ধ্বংশাবশেষ থেকেও প্রমাণিত হয়েছে। মথুরায় কঙ্কালীটিলায় প্রাপ্ত জৈন স্তূপের ধ্বংসাবশেষ-মধ্যে হরি নেগমেসদের কর্তৃক মহাবীরের ভ্রূণ মাতৃ গর্ভে স্থানান্তরনের চিত্র একটি স্থাপত্য-খণ্ডে পাওয়া গিয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের মত ঐ পাথরে অঙ্কিত ভাস্কর্য পট্টি অন্তত: খৃষ্ট পূর্বে ১ম শতাব্দ থেকে ১ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হয়েছে। সুতরাং বলতে দ্বিধা নেই শ্বেতাম্বরদের বিশ্বাস ও খুবই প্রাচীন ঐতিহ্য ভিত্তিক।

জৈন-শাস্ত্র বিশেষত: 'কল্পসূত্রে' বিস্তৃত ভাবে প্রাচীন কাল থেকে বিতর্কিত এই প্রহেলিকাময় ভ্রূণ স্থানান্তরণের ঘটনাটিই সকলের পক্ষে গ্রহণ যোগ্য একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন জৈন ধর্ম বিশেষজ্ঞ জার্মান পণ্ডিত য্যাকবি (Jacobi)। ঐ ঘটনার খোলামেলা, স্পষ্ট ব্যাখ্যাটি হলো ব্রাহ্মণী দেবনন্দা-ই হলেন শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের মাতা এবং ব্রাহ্মণকন্যা দেবনন্দা ক্ষত্রিয় বংশজ জ্ঞাতৃক কুল প্রধান বা রাজা সিদ্ধার্থের আরেক পত্নী, এবং দেবনন্দা-ই মহাবীরের জন্মদাত্রী। ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলা নন। যেহেতু দরিদ্র-ব্রাহ্মণ কন্যা দেবনন্দার সামাজিক মর্যাদা বিশেষ ছিল না, কিন্তু ক্ষত্রিয়ানী 'ত্রিশলার' সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক প্রভাব ছিল ঈর্ষনীয়। ত্রিশলার ভগ্নীদের বিবাহ হয়েছিল উত্তর ভারতের আটটি রাজ্যের রাজাদের সঙ্গে। প্রবন্ধটির আয়তন যাতে বৃদ্ধি না পায়, তজ্জন্য এখানে আটরাজাদের বদলে মাত্র এক রাজবংশের রাজার নাম লেখা হলো। তিনি মগধের রাজা বিম্বিসার। তার পত্নী হলেন চেলনা। চেলনা ছিলেন ত্রিশলার ভগ্নী। চেলনা ও বিম্বিসারের পুত্র হলেন মহাপ্রতাপশালী অজাতশত্রু।

জার্মান জৈন ধর্ম বিশেষজ্ঞ য্যাকবি (Jacobi) আরো বলছেন শ্রমণ ভগবান মহাবীর যেহেতু ব্রাহ্মণী দেবনন্দার কোন সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল না। সুতরাং দেবনন্দার সন্তান মহাবীর জৈন ধর্ম প্রচারকের অবতীর্ণ হয়ে তিনি পরবর্তী সময় খুবই খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন। সেই তিনি উপলব্ধি করেন নিজেকে ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলার পুত্ররূপে-স্বকীয় পরিচয়

দিলে যিনি ছিলেন অভিজাত বংশীয় রাজ পরিবারের কন্যা, তাঁর (মহাবীরের) পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হবে। শেষ বয়সে তিনি নিজেকে ত্রিশলার সন্তান বলে নিজের পরিচয় দেন। কিন্তু য্যাকোপির এই তত্ত্বটি কি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় কি দিগম্বর কোন সম্প্রদায়ের সমর্থন পাননি। উভয় সম্প্রদায় তত্ত্বটির তীব্র বিরোধিতা করেন।

শ্রমণ ভগবান মহাবীরের পরিনির্বাণ, ও মহাবীরের মহাপ্রয়াণের সন তারিখ নিয়ে বিতর্ক---

বিয়াল্লিশ বৎসর তাঁর ধর্ম ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচার করে বাহাত্তর বছর বয়সে (৭২) শ্রমণ ভগবান মহাবীর পাবা গ্রামে (আধুনিক কালের পাটনা জেলার একটি গ্রাম) নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। জৈনদের কালপঞ্জী অনুসারে তিনি ৫২৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তিনি প্রয়াত হন। কিন্তু এ প্রসংগে মনে রাখা দরকার যে ধর্মগুরুর মহাপ্রয়ানের তারিখটিও অবিসংবাদিত নয়। জৈন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার মহাবীরের প্রয়াণের তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে জৈনদেব বৃহত্তম শাখা ৫২৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দ তারিখটি কে তাঁদের প্রিয় ধর্মগুরুর মৃত্যুর তারিখ বলে মান্য করেন।

পাশ্চাত্যে কিছু সংখ্যক জৈন ধর্মের বিশেষজ্ঞ মনে করেন ৪৬৭/৪৬৮খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তাঁর প্রয়ানের তারিখ। পরিনির্বাণের এই তারিখটি পাশ্চাত্য মনস্ক কিছু বিদ্বান মহাবীরের পরিনির্বাণের নতুন তারিখটি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু অকপটে বলা বাঞ্ছনীয় যে ৪৬৭/৪৬৮ খ্রী:পূর্ব অব্দটি মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ বাধা হলো মহাবীরের প্রয়াণের নতুন তারিখটি মেনে নিলে বলতে হয় শ্রমণ ভগবান মহাবীর গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে প্রয়াত হয়েছিলন। কিন্তু পালি ভাষায় লিখিত সমস্ত বৌদ্ধ গ্রন্থে বা শাস্ত্রে বলা হয়েছে জৈন ধর্মগুরু বুদ্ধদেবের পূর্বেই প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু পালিভাষায় রচিত এই সকল বৌদ্ধ শাস্ত্রের অখণ্ডনীয় প্রমাণ অগ্রাহ্য করা বা ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

(পরবর্তী সংখ্যায় পরবর্তী অংশ দ্রষ্টব্য)

জৈন ভবন প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী

পি - ২৫ কলাকার ষ্ট্রীট, কোলকাতা - ৭০০ ০০৭

বাংলায় ঃ

১।	গণেশ লালওয়ানী – অতিমুক্ত	মূল্য	৪০.০০
২।	গণেশ লালওয়ানী – শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা	মূল্য	২০.০০
৩।	পুরণচাঁদ শ্যামসুখা – ভগবান্ মহাবীর ও জৈনধর্ম	মূল্য	১৫.০০
৪।	শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় – প্রশ্নোত্তরে জৈনধর্ম	মূল্য	২০.০০
৫।	শ্রী সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়– মহাবীর বচনামৃত	মূল্য	২০.০০
৬।	শ্রী জগৎরাম ভট্টাচার্য – দশবৈকালিকসূত্র (বঙ্গানুবাদ)	মূল্য	২০.০০
৭।	ড. অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য – আত্মজয়ী	মূল্য	৩০.০০

ইংরাজীতে ঃ

৮।	Bhagavatî sûtra- Text with English translation- in 4 volms by K.C. Lalwani প্রতি খণ্ড	মূল্য	১৫০.০০
৯।	James Burges-The Temples of Satrunjaya.	মূল্য	১০০.০০
১০।	P.C. Samsukha-Essence of Jainism	মূল্য	১৫.০০
১১।	Ganesh Lalwani-Thus Sayeth Our Lord.	মূল্য	৫০.০০
১২।	Lalwani and Banerjee-Weber's Sacred Literature of the Jains	মূল্য	১০০.০০
১৩।	Satya Ranjan Banerjee - Introducing Jainism	মূল্য	৩০.০০
১৪।	Satya Ranjan Banerjee - Jainism in Different States of India.	মূল্য	১০০.০০

হিন্দীতে ঃ

১৫।	গণেশ লালওয়ানী – অতিমুক্ত (২য় সংস্করণ) (অনু. শ্রীমতী রাজকুমারী বেগানী)	মূল্য	৪০.০০
১৬।	গণেশ লালওয়ানী – শ্রমণ সংস্কৃতি কী কবিতা (অনু. শ্রীমতী রাজকুমারী বেগানী)	মূল্য	২০.০০
১৭।	গণেশ লালওয়ানী – নীলাঞ্জনা (অনু. শ্রীমতী রাজকুমারী বেগানী)	মূল্য	৩০.০০
১৮।	গণেশ লালওয়ানী – চন্দন মূর্তি (অনু. শ্রীমতী রাজকুমারী বেগানী)	মূল্য	৫০.০০
১৯।	গণেশ লালওয়ানী – বর্ধমান মহাবীর	মূল্য	৬০.০০
২০।	গণেশ লালওয়ানী – পঞ্চদর্শী	মূল্য	১০০.০০
২১।	গণেশ লালওয়ানী – বরসাৎ কী এক রাত	মূল্য	৪৫.০০
২২।	শ্রীমতী রাজকুমারী বেগানী –ইয়াদোঁ কে আঈনে মেঁ	মূল্য	৩০.০০
২৩।	শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় – প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা	মূল্য	২০.০০

এ ছাড়া জৈন ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তিনটি পত্রিকা

ইংরেজীতে ত্রৈমাসিক জৈন জার্নাল	বার্ষিক	৫০০.০০
ISSN 0021 - 4043	(আজীবন সদস্য)	৫০০০.০০
বাংলায় মাসিক শ্রমণ	বার্ষিক	২০০.০০
ISSN : 0975 - 8550	(আজীবন সদস্য)	২০০০.০০
হিন্দীতে মাসিক তিখয়র	বার্ষিক	৫০০.০০
ISSN 2277 - 7865	(আজীবন সদস্য)	৫০০০.০০